بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন জনজীবনে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য তৈরি করবে না; একমাত্র খিলাফত রাষ্ট্র এবং তার ওয়ালী (গভর্ণর) ও 'আমীল (মেয়র)-গণই শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চাহিদাও পূরণ করবে

এই মাসের শেষের দিকে ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা শতভাগ নিশ্চয়তাসহ বলতে পারি যে, জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণের ক্ষেত্রে এসব নির্বাচনও ঠিক জাতীয় নির্বাচনের মতোই ব্যর্থ হবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন হচ্ছে রাজনীতিকদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই না। হয়তোবা এবারের নির্বাচন কিছুটা পরিবর্তন আনবে, এই আশা দিয়ে জনগণকে ধোঁকা দেয়াই এধরনের নির্বাচনের উদ্দেশ্য। জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী-বিএনপি দেশের জনগণের কাছে এবং স্থানীয় নির্বাচনে তাদের দলীয় প্রার্থীরা জনগণের কাছে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেয়, শুধুমাত্র নির্বাচনের পর তা ভুলে যাওয়ার জন্য; এবং তারপর মাস যায় বছর যায় কিন্তু জনগণ সেই একই পুরাতন সমস্যাগুলো নিয়ে অসহনীয় দুর্ভোগ পোহাতে থাকে। দশকের পর দশক ধরে চলমান বার বার এই একই অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা এই নিশ্চিত বক্তব্য দিচ্ছি এবং বর্তমান শাসনব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য এই অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। উপরন্তু, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনীতিকগণই সকল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তারা নিজেদের দুর্নীতিগ্রস্ত স্বার্থ হাসিল করা ছাড়া আর কিছুরই তোয়াক্কা করে না এবং তাদের নিজেদের ও তাদের সহযোগীদের স্বার্থে আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করে। রাজনীতি হচ্ছে তাদের কাছে ব্যবসা, যাতে জনগণের উপর ট্যাক্স বসানো যায় এবং তারপর জনগণের কষ্টার্জিত অর্থকে লুট করে নিজেদের পকেট ভর্তি করা যায়। এই শাসনব্যবস্থায় শাসক ও রাজনীতিকদের জনগণের প্রতি বিন্দুমাত্র দায়িত্ববোধ নাই। না এই পৃথিবীর কারো কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হয়, না তারা পরকালে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিকট জবাবদিহিতাকে ভয় করে। সুতরাং, এই শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মুসলিমরা এটা মেনে নিয়ে এর অধীনে বসবাস করতে থাকলে তাদের সমস্যা ও অসহনীয় দুর্ভোগগুলো কমবে না বরং বাড়তে থাকবে এবং আখিরাতে ভয়াবহ ক্ষতি বয়ে আনবে।

"কিন্তু যে আমার জিকির (জীবনব্যবস্থা) হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, নিশ্চয়ই তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে, এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করবো।" [সূরা ত্বা-হা : ১২৪]

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রেরণ করেছেন ইসলাম সহকারে, যাতে রয়েছে মানবজাতির জন্য বিস্তারিত এবং স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থা, যা খিলাফত রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত। মুসলিমরা এই ব্যবস্থার অধীনে শাসিত হয়েছিল আবু বকর (রা.)-এর শাসনকাল থেকে শুরু করে ১৯২৪ সালে ইসলামবিদ্বেষী বৃটিশ উপনিবেশবাদীদের কর্তৃক তুরস্কে উসমানী খিলাফত ধ্বংসের আগ পর্যন্ত। খিলাফত রাষ্ট্র মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে তার সকল নাগরিকদের রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে একটি মর্যাদাকর ও সম্মানজনক জীবন প্রদান করেছিল। আমাদের সকল সমস্যা সমাধানের এবং অসহনীয় দুর্ভোগ লাঘবের একমাত্র পথ খিলাফত রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, যার শাসক ও রাজনীতিকগণ নিষ্ঠাবান, সচেতন ও দায়িত্বশীল এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-কে ভয় করেন ও কুর'আন-সুন্নাহ্ দ্বারা শাসন করেন।

খিলাফত রাষ্ট্রে খলীফা হচ্ছেন রাষ্ট্রের প্রধান; তিনি জনগণের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, জনগণ ও তাদের বিষয়াদির তত্ত্বাবধান করেন এবং বর্তমান আওয়ামী-বিএনপি শাসকদের মতো জনগণের উপর যুলুম কিংবা তাদের সম্পদ লুটপাট করেন না। আমীর উল মু'মীনিন হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য খলীফা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মু'ওয়ায়ীন (সহকারীগণ) এবং স্থানীয় পর্যায়ে ওয়ালী (গভর্ণর) ও 'আমীল (মেয়র)-গণের সহায়তা নেন। কুর'আন ও সুন্নাহ্'র বিস্তারিত দলিল সম্বলিত **হিযবুত তাহ্রীর** কর্তৃক প্রকাশিত খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধানের ধারা ৫২-তে উল্লেখ আছে,

"খিলাফত রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত ভূমিসমূহকে বিভিন্ন উলাই'য়াহ্'তে (প্রদেশ) বিভক্ত করা হবে। প্রতিটি উলাই'য়াহ্'কে আবার বিভিন্ন ই'মালাহ্'তে (জেলা) বিভক্ত করা হবে। উলাই'য়াহ্'র দায়িত্বে নিযুক্ত শাসককে ওয়ালী (গভর্ণর) বা আমীর এবং ইমালাহ্'র দায়িত্বে নিযুক্ত শাসককে 'আমীল (মেয়র) বা হাকীম বলা হবে।"

তাছাড়া খিলাফত রাষ্ট্রের রয়েছে সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, কর্মসংস্থান, সড়ক ও পরিবহন, ইত্যাদি জনস্বার্থগুলো পূরণ এবং জনগণের বিষয়াদির তত্ত্বাবধান করা হবে। মাসলাহা (অফিস), দা'য়রা (প্রশাসনিক বিভাগ) এবং ইদারা (প্রশাসন)-সমূহ প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত, যাদের কর্মকর্তারা ওয়ালী ও 'আমীলগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন।

ওয়া'লী এবং আমীলগণ, আওয়ামী-বিএনপির মেয়র-কাউন্সিলরদের মতো খলীফার স্থানীয় দোসর নন, যারা নিজেদের এবং নিজেদের জাতীয় নেতৃত্বের সেবায় নিয়োজিত থাকবেন। বরং তারা জনগণের সেবায় নিয়োজিত থেকে জনগণের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করবেন, ঠিক যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন,

"যে ব্যক্তি মুসলিমদের কোনো একটি বিষয়ের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত, অথচ তাদের চাহিদা, দারিদ্রতা ও প্রয়োজন পূরণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'ও ঐ ব্যক্তির চাহিদা, দারিদ্রতা ও প্রয়োজন হতে মুখ ফিরিয়ে নিবেন।" [আল-হাকিম]

এবং, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন,

"আমি তোমাদেরকে 'ইকরাদ হতে সাবধান করছি।" তারা জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহ্'র রাসূল! 'ইকরাদ' কি? তিনি (সাঃ) বললেন: **"তোমাদের কোনো একজন আমীর কিংবা 'আমীল হিসেবে নিযুক্ত হয় এবং তার নিকট যখন কোনো বিধবা ও দুর্বল আগমন করে তখন তাদেরকে বলে: 'অপেক্ষা করতে থাকো যতক্ষণ না আমরা তোমাদের চাহিদাগুলো বিবেচনায় আনি,' এবং তাদেরকে অপেক্ষমান হিসেবে ফেলে রাখে, না তাদের চাহিদাগুলো পূরণ করে, না তাদেরকে বলে যে তারা কি করবে, ফলে তারা খালি হাতে ফিরে যায়। আর যখন কোনো সম্পদশালী সম্ভ্রান্ত কেউ তার নিকট আগমন করে তখন সে তাদের পাশে বসে এবং**

জিজ্ঞেস করেঃ 'আপনার কি খেদমত করতে পারি?' এবং যখন ঐ ব্যক্তি তার চাহিদাসমূহ তুলে ধরে তখন আদেশ দেয়ঃ 'উনার চাহিদাগুলো যত্নসহকারে পূরণ করো এবং এই ব্যাপারে তৎপর হও'।" [আত্-তাবারানী]

ওয়ালী কিংবা আমীলদের জবাবদিহিতার জন্য খিলাফত রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট জবাবদিহিতামূলক কাঠামো বিদ্যমান। খলীফা, ওয়ালী এবং 'আমীলদের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রতিনিয়ত তাদের কার্যক্রম মূল্যায়ন করেন। তাছাড়া প্রতিটি উলাই'য়াহ্'তে জনগণের বিভিন্ন বিষয়াদি এবং অভিযোগসমূহ উত্থাপনের জন্য জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত একটি মজলিশ উল উলাই'য়াহ্ (প্রাদেশিক পরিষদ) থাকে। জনগণ যদি কোন ওয়ালী বা 'আমীল-এর ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন করে তবে খলীফা ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার পদ হতে অপসারণ করতে বাধ্য। খিলাফত রাষ্ট্রের আরও রয়েছে মাহ্কামাতুল মাযালিম (মাযালিম আদালত), প্রতিটি উলাই'য়াহ্'তে যার শাখা থাকবে। এই আদালত রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পাদিত সকল যুলুমের তদন্ত করবে; অভিযুক্ত ব্যক্তি খলীফা কিংবা তার মু'ওয়ায়ীন কিংবা ওয়ালী কিংবা 'আমীল কিংবা কোনো সরকারী কর্মকর্তা যেই হোক না কেন এবং কোনো অভিযোগকারী থাকুক বা না থাকুক। এবং **হিযবুত তাহ্রীর** কর্তৃক প্রকাশিত খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধানের ধারা ৯০-তে উল্লেখ আছে,

"মাহ্কামাতুল মাযালিম রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পাদিত অন্যায় কার্যক্রম অপসারণের জন্য প্রয়োজনে খলীফাসহ যেকোনো শাসক, গভর্ণর কিংবা রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা রাখে।"

হে মুসলিমগণ!

আমরা এখানে খিলাফতের রাষ্ট্র কাঠামো এবং জনগণের তত্ত্বাবধানে এর কর্মকান্ডের স্বরূপ কোন তাত্ত্বিক আলোচনার উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করি নাই, কিংবা এই উদ্দেশ্যেও না যাতে আপনারা এই ব্যবস্থার প্রশংসা করেন কিংবা কোনো একদিন এই ব্যবস্থা ফিরে আসার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন এবং ততদিন পর্যন্ত বর্তমান ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে এর অধীনে বসবাস করতে থাকেন। বরং, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আমাদের সাথে অংশগ্রহণে আপনাদের দায়িত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তাগিদ প্রদান করা, যাতে আপনারা দুনিয়াতে একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জীবন লাভ এবং আখিরাতে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন। সুতরাং, এই আহ্বানে সাড়া দিন; আপনাদের জীবনে সকল মিথ্যা দ্বীনসমূহের (জীবনব্যবস্থা) শাসনকে প্রত্যাখ্যান করুন, গণতন্ত্র ও এর নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখবেন না। বরং, আওয়ামী-বিএনপি শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ করে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করুন, যাতে করে আপনারা ইসলাম অনুযায়ী জীবনের সমস্ত কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারেন, যার গন্ডি শুধুমাত্র নামায, রোযা ও ব্যক্তিগত ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং জাতীয় ও স্থানীয় সরকার পরিচালনা পর্যন্তও বিস্তৃত। তখনই কেবল আপনারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিম্নোক্ত বাণীর অনুসরণকারী হবেন,

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ্'র মনোনীত একমাত্র দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।" [সূরা আলি-ইমরান : ১৯]

২৩ জমাদিউস সানি, ১৪৩৬ হিজরী
১২ এপ্রিল, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

www.ht-bangladesh.info | contact@ht-bangladesh.info | PeoplesDemandBD2

হিযবুত তাহ্রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সাথে যোগাযোগের তথ্যঃ
০১৭৯৮ ৩৬৭ ৬৪০ | htmedia.bd@outlook.com

হিযবুত তাহ্রীর-এর আমীর শেখ আতা' ইবনে খলিল আবু আর্-রাশতা-এর ফেসবুক লিংকঃ
https://www.facebook.com/Ata.AbualRashtah

হিযবুত তাহ্রীর
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ